

আম্মন, খোলস ছেড়ে বের হই

-জাহেদ আহমদ

anondomela@yahoo.com

বন্ধু তোমার বুক ভরা লোভ, দু' চোখে স্বার্থ ঠুলি
নতুবা দেখিতে, তোমারে সেবিতো দেবতা হয়েছে কুলি।
-নজরুল

একঃ

খোলস' নামে একটি গল্প লিখেছিলাম বছর দু'য়েক আগে। সাপের দৃশ্যমান এবং নিরীহ খোলসের সাথে মানুষের শঠতা, কপটতা এবং লোভের আচ্ছাদন বেষ্টিত আপাত অদৃশ্য খোলসের তুলনা করেছিলাম গল্পের মাধ্যমে। নির্দিষ্ট সময় আসলে সাপের খোলস খসে পড়ে, মানুষের পড়ে না; সারা জীবন থেকে যায়। অনেকে তাই ভিতরে এক হওয়া সত্ত্বেও বাইরে অন্য পরিচয়ে পরিচিত হয়। ভিতরে হয়তো প্রচণ্ড হিন্দু-বিদেষী, কিন্তু সবাইকে বোঝাতে সক্ষম হয়- সে সকল ধর্মের মানুষকেই সমান ভাবে ভালবাসে, কিংবা উলটোটা- ভেতরে ভেতরে মুসলমান-বিদেষী ও হিন্দু জাতীয়তাবাদী কিন্তু কলমের জোরে বিজ্ঞানবাদী। একই রকম ভাবে, অনেক কুপমুন্ডুক মোল্লা ও আধুনিক এবং বিজ্ঞান সচেতন লোক হিসেবে প্রচার পেয়ে যায়। আমাদের সমাজে কি-ই না সম্ভব!

দুইঃ

খোলস নিয়ে এত সব ফিরিস্তি দিয়ে পাঠককে ধাঁধার মধ্যে রাখা উদ্দেশ্য নয়; আমি চাই ও না যে, অন্যদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ আমার নিজের বেলায় ও প্রযোজ্য হউক।

ব্যক্তিগত ব্যস্ততায় ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ইন্টারনেটে অনেক আর্টিকেল আগের মত পড়তে পারি না। তারপর ও চেষ্টা করি নিজেকে আপ-টু-ডেট রাখতে। তবে বন্ধুদের কেউ কেউ ইন্টারেস্টিং কিছু পেলে মাঝে মধ্যে ফরওয়ার্ড করেন। সম্প্রতি তেমনি দুটো ফরওয়ার্ডেড বাংলা প্রবন্ধ পড়ার সুযোগ হল। প্রথমটি ভিন্নমত সম্পাদক বিপ্লব পালের 'মুস্বাই বিস্ফোরণ-উদ্দেশ্য বনাম বিদেষ'², অপরটি জামিলুল বাসারের সায়েন্স ইন 'হলি বুক'³।

প্রথম থেকেই লক্ষ করছি, বিপ্লব পাল লেখে প্রচুর কিন্তু ভাল লিখেছে কদাচিৎ। বেশির ভাগ সময়ই তাঁকে আমার সিরিয়াস লেখক তো নয়-ই, এমনকি সিরিয়াস পাঠক ও মনে হয়নি যদি ও তাঁর অনেক লেখাই রেফারেনসে ভর্তি থাকে। (কেবলমাত্র রেফারেনসের গুনে নিশ্চয়ই কোন লেখা ভাল লেখা হয়ে ওঠতে পারে না, তার জন্য চাই চিন্তার সুস্পষ্ট প্রতিফলন এবং তার ধরণ হওয়া চাই এমন যেন তা পাঠকদের মনে চিন্তার খোরাক যোগানোর পাশাপাশি মহৎ মানব সমাজ বিনির্মাণের জন্য উদ্বুদ্ধ করে তোলে। তা'নহলে অনেক জংগী-জিহাদীদের লেখাকে ও ভাল লেখা বলতে হবে যেহেতু সেগুলিতে ও (কু) চিন্তার রয়েছে সুস্পষ্ট প্রতিফলন)। মাঝে মাঝে বিজ্ঞান, মানবতাবাদ ও নাস্তিকতাবাদের কথা বললে ও বিপ্লব পাল আসলে যে একজন মুখোসধারী হিন্দু জাতীয়তাবাদী, সাম্প্রতিক লেখায় সে পরিচয়টি অত্যন্ত প্রকট ও নগ্ন রূপে ধরা পড়েছে। মুস্বাইয়ের বোমা বিস্ফোরণে আমরা মর্মান্বিত এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি, বিদেশী ইসলামী জংগীদের হাত রয়েছে তাতে। অনেকে আশঙ্কা করেছিলেন, আবার ও এ নিয়ে রক্তবন্যা বয়ে যাবে যা সম্ভবত এর হোতারা চেয়েছিল। কিন্তু মুস্বাই এবং এর বাইরে হিন্দু-মুসলিম তথা আপামর ভারতীয় নাগরিকেরা প্রশংসা পাওয়ার মত সংযম দেখিয়েছেন। পত্রিকায় দেখে ভাল লাগল, অনেক স্থানে মুসলমানরা লাইন ধরে রক্ত দিয়েছেন তাঁদের হিন্দু ভাই-বোনদের জন্য। অবশেষে মুসলমানরা ও শিখছে- কালো আর ধলো বাহিরে কেবল, ভেতরে সবার সমান রাংগা!'

যখন এই সময় দরকার সকল ধর্মের মানুষকে সংযম ও সহনশীলতার জন্য উদ্ধুদ্ধ করা, তখন বিপ্লব পালদের মত মানুষ স্বদেশের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করছে বিজেপি আমলের এক ষষ্ঠা মন্ত্রীর কুখ্যাত ও দাস্তিক উক্তির পুনরুক্তি করে! বিপ্লবের আফসোস, বর্তমান কংগ্রেস সরকার বামপন্থীদের কথায় কান দিয়ে নিজেদের কাপুরুষ (!) প্রমাণ করছে, না হলে তারা এতদিনে বাংলাদেশে দু'একটা বোমা ফেলে দিত, যেমনটি আমেরিকা করেছে সুদান, লিবিয়ার বেলায় (লক্ষ করার ব্যাপার, বিপ্লব 'ইরাক' উল্লেখ করে নাই)। পাঠক, বিশ্বাস না হলে বিপ্লবের আর্টিকেলটি পড়ে দেখুন। পায় একই সময়ে আমার কাছে আরেকটি লেখা এসেছে। বোম্বের বোমা বিশ্লেষণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে *টাইমস অব ইন্ডিয়া*র ডেপুটি এডিটরের লেখা হৃদয়কাড়া একটি আর্টিকেল। লেখার কোথাও কোন উস্কানি তো নেই- ই, বরং অভিভূত হতে হয় সাধারণ মানুষের একাত্মতা ও সহমর্মিতার অসাধারণ বর্ণনায়। পাঠক চিন্তা করুন, বিপ্লব পাল নিজে ও একজন এডিটর, অথচ কী সব উন্মাদনাময় জাতীয়তাবাদী কথা লিখতে পারলো! অবশ্য যেমন বৃক্ষ, তেমনি ফল। তা'নাহলে একটি টাইমস অব ইন্ডিয়া আর আরেকটি বিনোদনধর্মী পর্ণোগ্রাফীক ওয়েব সাইট! আফসোস থেকে গেল, কুদ্দুস খান ওরফে কুদ্দুসদা আর বিপ্লব পাল ভাই এর যৌথ অংশগ্রহণে এর থেকে ভাল কিছু আমরা আশা করেছিলাম। একটা কথা এখানে বলে রাখি, বাংলাদেশের মুসলিম জংগীদের অস্তিত্ব রয়েছে এবং তারা যে ভারতের ট্রেন হামলার সাথে জড়িত নেই, আমি সে কথা জোর দিয়ে বলতে পারব না। হয়তো জড়িত ও। কিন্তু সেই কারণে বিপ্লব পাল কি ভারত সরকার কে বলবে- তোমরা একটা স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের মাটিতে বোমা ফেলে নিপরপরাধ মানুষকে মেরে ফেলো! এ তো রীতমত মানসিক অসুস্থতা! ফ্যাসিস্ট হিটলারের সাথে বিপ্লবের ফ্যাসিস্ট চিন্তাধারার পার্থক্য কোথায়?

তিনঃ

এবার জামিলুল বাসার প্রসঙ্গে আসা যাক। যদি ভুল বুঝে না থাকি (ভুল হলে ধরিয়ে দিবেন, প্লিজ), তবে বাসার সাহেব হাদীস ও মোল্লাবিহীন ইসলামে বিশ্বাস করেন এবং এটি মনে প্রাণে মানেন যে, কোরাণে বিজ্ঞানের অনেক আবিষ্কারের ব্যাপারেই তথ্য রয়েছে। মুহম্মদ চৌদ্দশ বছর আগে বিজ্ঞানের এমন সব তথ্য জানতেন যা বিজ্ঞানীরা এখন পরিশ্রমলব্ধ গবেষণার মাধ্যমে জানতে পারছেন। *সুবহানালাহ!* তবে এসব বিশ্বাস মুসলমানদের মাঝে নতুন নয়। ছোট কাল থেকে শুনে আসছি, 'আমাদের কোরাণেই পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান নিহিত রয়েছে। এগুতে পারছি না কেবল শয়তানের ওয়াসওয়াসে।' কিংবা 'কাফিররা যা উন্নতি করেছে তা আসলে আমাদের কোরাণে গবেষণা করে, অথচ আমরা নিজেরা পারছি না।' কী, পাঠক, এসব কথা নতুন মনে হচ্ছে? মোটে ও নয়। তবে জামিল সাহেবেরা যখন এসব কথা বলে নিজেদের প্রবঞ্চিত করেন তখন পাঠকের বিভ্রান্ত হয়ার সম্ভাবনা একটু বেশি বৈকি। কেন? কারণ- এঁরা আবার নিজেদের আধুনিক এবং উদারপন্থী মুসলিম লেবাসে ঢাকতে পারংগম। উনার লেখা পড়ে অনেকে পাঠক-পাঠিকার ধারণা হতে পারে যে, *তাই তো! ইসলাম আসলেই বিজ্ঞান ভিত্তিক (?) সমাজ ব্যবস্থা, কেবল মোল্লাদের পশ্চাদপদ ধারণার কারণে তা বাস্তবায়িত হতে পারছে না।* কেউ ভাবতে পারেন, জামিল সাহেব আসলে মুসলমানদের সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলছেন। আসলে কী তাই? এর জবাবে বলব, জ্বী, না। যেমনটি আগে বলেছি, সারা জীবন মনে এক চিন্তা ধারণ করা সত্ত্বেও একজন লোকের পক্ষে সম্পূর্ণ অন্য পরিচয়ে পরিচিত হওয়া সম্ভব। শঠতা তাই নির্দোষ বিভ্রান্তির চাইতে জঘন্যতর; তবে মাঝে মাঝে সেটি ও ধরা পড়ে যায়, যদি শ্রোতারা/পাঠক-পাঠিকারা একটু সজাগ থাকেন; যেমনটি এবার হয়েছে বিপ্লব পালের বেলায়। বিপ্লবের মত ফাউল করে যাচ্ছেন জামিলুল বাসার, যদি ও বিষয় বস্তু আলাদা। এবার জামিলুল বাসারের কাছে আমার সরাসরি কয়েকটা প্রশ্ন। আশা করছি, তিনি এগুলির সরাসরি উত্তর দিবেন। **ভাই, আপনি যেহেতু বিশ্বাস করেন কোরাণে বিজ্ঞানের অনেক আবিষ্কারের ব্যাপারেই গোপন ইঙ্গিত রয়েছে, দয়া করে আপনি কি বলবেন-**

* পৃথিবীর সমস্ত জনসংখ্যার প্রায় এক পঞ্চমাংশ মুসলিম হলে ও বর্তমানে সমস্ত পৃথিবীতে মুসলিম বিজ্ঞানীদের সংখ্যা কেন এক শতাংশের ও কম?

* কেন- পৃথিবীর সমস্ত মুসলিম দেশে যত বিজ্ঞানী রয়েছে, অমুসলিম ইসরাইল-এর একা রয়েছে তার চাইতে দ্বিগুণ সংখ্যক বিজ্ঞানী?

(দেখুন পাকিস্তানের অধ্যাপক পারভেজ হুদবাই তাঁর ১৯৯১-এ প্রকাশিত বই *Islam and Science: Religious Orthodoxy and the Battle for Rationality*)

আচ্ছা, এমনটি কেন হয়, বিজ্ঞানীরা যখন কোন কিছু আবিষ্কার করে ফেলেন, কেবল তখনি কতিপয় অন্ধ মুসলিম, খ্রিস্টান ও হিন্দু মুর্খরা এটি তাদের ধর্মগ্রন্থে আছে বলে টেঁচামেটি শুরু করে দেয়, কিন্তু উলটোটি কখনোই দেখা যায় না, অর্থাৎ, কোরান-বেদ-বাইবেলের তথাকথিত লুকায়িত সূত্র ধরে কেউ আজ পর্যন্ত একটি ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করতে পারেনি? জনাব, জামিলুল বাসার, সৎ সাহস থাকলে এমন একটা স্ট্যাভার্ড সাইনস জার্নাল (যেমনঃ *Science, Nature, etc*) এর নাম বলুন যেখানে বিজ্ঞানী তাঁর রেফারেন্সের তালিকায় কোরাণকে উল্লেখ করেছেন। মনে রাখবেন, আমি গবেষণাধর্মী বিজ্ঞান জার্নালের কথা বলছি, ‘বাইবেল-কোরাণ ও বিজ্ঞান’ বা, ‘মহাগ্রন্থ কোরাণ ও বিজ্ঞান’ জাতীয় আবর্জনা গ্রন্থের কথা বলছি না।

সম্প্রতি ‘জীবিত ইসলামের মৃত গৌরবের কথা’ নামে আমি একটি লেখা লিখছি। সেখানে দেখানোর চেষ্টা করেছি- কেন এবং কি ভাবে মধ্য যুগের ক্লাসিক্যাল ইসলাম জ্ঞান-বিজ্ঞানের শীর্ষে আরোহণ করেছিল। প্রমাণসহ উল্লেখ করেছি, মুসলমানদের সেই গৌরবের পিছনে কোন অলৌকিক কারণ ছিল না, যেমনটি জামিলুল সাহেবরা সম্ভবত বিশ্বাস করতে ভালবাসেন। এটির মূল কারণ ছিল- গ্রীক জ্ঞান বিশেষত যুক্তিবাদী ধারার পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণের উপর মুসলমানদের একক আধিপত্য লাভ (অবশ্যই ঐতিহাসিক কারণে)। আমার সে রচনার কিছু অংশ তুলে ধরছিঃ

‘আবার আরেকদল মুসলমান এই বিশ্বাস করে সুখ অনুভব করেন যে, কোরাণেই রয়েছে সকল সমস্যার সমাধান। কেউ কেউ – যাদের মধ্যে অনেক উঁচু ডিগ্রী ধারী লোক ও রয়েছেন– আরেক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেনঃ বিজ্ঞানের বড় বড় সকল আবিষ্কারের মূল সূত্র কোরানেই নিহিত রয়েছে। জ্ঞানের অভাব (!) বলেই আমরা সেটির মর্ম উদ্ধার করতে অপারগ! আত্ম-প্রবঞ্চনার এমন নজির সত্যি সত্যি পৃথিবীতে বেশি নেই। এ যেন মরুভূমির বালুতে মাথা গোঁজা উট পাখি আজ মুসলমান এর রূপ ধারণ করেছে! আমরা দেখেছি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও প্রযুক্তিতে মধ্য যুগে মুসলমানদের সাফল্যের পিছনে কোন অলৌকিকত্ব ছিল না। ছিল না কোরাণের কোন লুকায়িত সূত্র। আমি বলছি না যে, মধ্যযুগের মুসলমান মনীষীদের কেউই আল্লাহ-নবী ও কোরাণে বিশ্বাস করতেন না। অনেকে করতেন, অনেকে করতেন না। কিন্তু লক্ষ করার মত মিল হচ্ছে-- তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন জ্ঞান, সত্য, যুক্তিবোধ ও উদার চেতনার আলোয় উদ্ভাসিত। মুসলমানদের গৌরবময় সাম্রাজ্যের পতন কেবল একটি কারণে হয়নি। রাজনীতি, সমরনীতি, অর্থনীতি বিষয়ক কারণ ছাড়া ও ইউরোপে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও শিল্প বিপ্লবের সূচনা—এসবই মুসলিম সাম্রাজ্যের পতনকে তরান্বিত করেছে। কিন্তু ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যুক্তিবোধ ও উদার চেতনার বদলে রক্ষণশীলতা ও পশ্চাদমুখী চিন্তা-চেতনাকে আর্কড়ে ধরার প্রবণতা ও যে মুসলমানদের সমৃদ্ধ সাম্রাজ্য পতনের অন্যতম প্রধান কারণ সে বিষয়ে ইতিহাসবিদদের মাঝে

খুব একটা দ্বিমত নেই।'

আরেকটি ইংরেজী প্রবন্ধে^৪ আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি, বিজ্ঞানীর এক একটি আবিষ্কার প্রকৃত অর্থে বহু বহু বছরের নিরবচ্ছিন্ন অধ্যয়ন, মৌলিক গবেষণা এবং পূর্বসূরীদের একই বিষয়ে রেখে যাওয়া তথ্য-উপাত্তের বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঘটে থাকে। এখানে অলৌকিক গ্রন্থাবলির কোন স্থান নেই। তা বলা মানে একজন বিজ্ঞানীর কৃতিত্বকে খাটো করা। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছি, ডিএনএ (DNA) আবিষ্কারের এর কথা। (অবশ্য ক্বোরানিক বিজ্ঞানী ডঃ শমসের আলীর দেয়া তথ্য অনুযায়ী, ক্বোরানে ডিএনএ-এর ব্যাপারে পর্যন্ত ইঙ্গিত রয়েছে। আবারো ও সুবহানাল্লাহ!)। উৎসাহী পাঠকরা প্রবন্ধটি পড়ে দেখতে পারেন।

চারঃ

বিপ্লব পাল ও জামিলুল বাসারের মধ্যে অনেক অমিল থাকলে ও একটা গভীর মিল রয়েছে। এরা উভয়েই নিজস্ব গভীর বাইরে পৃথিবী ও সমাজ কে দেখতে ও বিচার করতে নারাজ। এরা মুক্তচিন্তার দিকে এক কদম এগোলে দুই কদম গহীণে পিছিয়ে যান চিন্তা ও মননের সীমাবদ্ধতার কারণে। জামিলুল বাসারের ক্ষেত্রে এটি উম্মাহ-সেন্টিমেন্ট (মোল্লা ও হাদীস বাদ দিলে আমাদের ইসলামই সর্বশ্রেষ্ঠ!), আর বিপ্লব পালের ক্ষেত্রে এটি হিন্দু জাতীয়তাবাদী সুপারিয়রিটি (সব কিছুর পরে ও হিন্দু ভারতের কাছ থেকে মুসলমানদের অনেক কিছু শিখার আছে!)। কিন্তু আমরা এই দুই চিন্তার কোনটিকেই বুকে ধারণ বা লালন করব না। আমরা তাদের বলি- ভাই, জীবনে একবারের জন্য হলে ও আগে মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখতে শিখুন। একটিবার সুযোগ দিন আপনাদের বুকে জড়িয়ে ধরার।

সবাইকে ভালবাসা।

নিউ ইয়র্ক

২০ জুলাই ২০০৬

তথ্যসূত্রঃ

১ <http://www.mukto-mona.com/Articles/jahed/Jahedkholosh.pdf>

২ <http://www.vinnomot.com/test/editorial/biplab/mumbai.pdf>

৩ http://www.shodalap.com/MJB_Science_in_holy_book.pdf

৪ http://www.mukto-mona.com/Articles/jahed/hijacking_glory.htm